ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৭১৪(আগরতলা-০১।১১)
সাব্রুম,০১ নভেম্বর,২০১৮

গ্রামে বসেই মানুষ যাতে রোজগার করতে পারেন সেই লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার : মুখ্যমন্ত্রী

সাব্রুম মহকুমার মনুবাজার বসুন্ধরা বনচেতনা কেন্দ্রে আজ জনতার দরবার অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই জনতার দরবারে উপস্থিত হয়ে সাব্রুম, বিলোনীয়া, শান্তিরবাজার সহ দক্ষিণ জেলার জনসাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মানুষের সমস্যা শোনেন এবং সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। জনতার দরবার শেষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, জনকল্যাণে ত্রিপুরা সরকার জনতার দরবার সংগঠিত করছে। মানুষ যাতে সরাসরি সরকারের কাছে তাদের সমস্যার কথা বলতে পারেন সেই লক্ষ্যে জনতার দরবারের আয়োজন করা হয়েছে। রাজধানী আগরতলায়ও জনতার দরবার করা হচ্ছে। কিন্তু সাব্রুম, বিলোনীয়া সহ বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের আগরতলা গিয়ে জনতার দরবারে অংশ নেওয়া কষ্টকর। তাই এখন থেকে জেলা ও মহকুমাস্তরে জনতার দরবারের আয়োজন করা হচ্ছে। দক্ষিণ জেলায় এই প্রথম জনতার দরবার করা হয়েছে। তিনি বলেন, বিধায়ক, মন্ত্রী ও জনপ্রতিনিধিদের কাজ হলো উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কাজের রূপরেখা তৈরি করা। উন্নয়ন পরিকল্পনা সময়ের মধ্যে রূপায়ণ করা সরকারি কর্মচারীদের কাজ। পঞ্চায়েত সচিব থেকে উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিক পর্যন্ত জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এই উন্নয়ন কাজে সামিল সংশ্লিষ্ট সকলকে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান। তিন বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্যে রূপান্তর করার লক্ষ্যে সকলকে কাজ করার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, মানুষ কাজ করতে চায়। মানুষকে রোজগারের দিশা দেখানোর লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে। গ্রামে বসে মানুষ যাতে রোজগার করতে পারেন সে লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী গ্রামকে শক্তিশালী করার উপর জোর দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষকদের কাছ থেকে এফ সি আই সরাসরি ধান কিনবে। এর ফলে ৭৪০ কোটি টাকা কৃষকের কাছে যাবে। ফলে কৃষকের আয় বাড়বে।

১০,৩২৩ জন শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ দুই বছর বৃদ্ধি সংক্রান্ত সুপ্রিমকোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা আইন মেনেই এই শিক্ষকদের চাকরি রক্ষার কথা বলেছি। এ ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী বি-এড এবং টেট ছাড় দেওয়ার বিষয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন বলে জানান। বেকারদের কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, চাকরির ক্ষেত্রে কোনও রাজনৈতিক দল দেখা হবে না। স্বচ্ছ নিয়োগনীতির মাধ্যমে যোগ্য লোকই চাকরি পাবেন। বি-এড পড়ার জন্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঋণের জন্য ৩৫ কোটি টাকা সংস্থান রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৯০৭ জন শিক্ষকের চাকরি পেয়েছেন টেটের মাধ্যমে। ত্রিপুরাকে স্বনির্ভর, শক্তিশালী ও উন্নত করার জন্য সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রে সকলকে একযোগে কাজ করার কথা বলেন তিনি। আজকের জনতার দরবারে মানুষের সমস্যা শোনা ও সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি জেলার ৬ জন মানুষের হাতে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় আনুষ্ঠানিকভাবে রান্নার গ্যাসের পাসবই তুলে দেন। বিধায়ক শংকর রায়, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং এবং বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিকও আজকের জনতার দরবারে উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব কুমার অলক, দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধণ সহ রাজ্য ও জেলাস্তরের উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসারগণ আজকের জন দরবারে উপস্থিত ছিলেন।

*****